‘বিব্রতকর প্রশ্ন... যদি নিজেকে নিরপেক্ষ মনে না করতাম তবে শপথ নিতাম না’

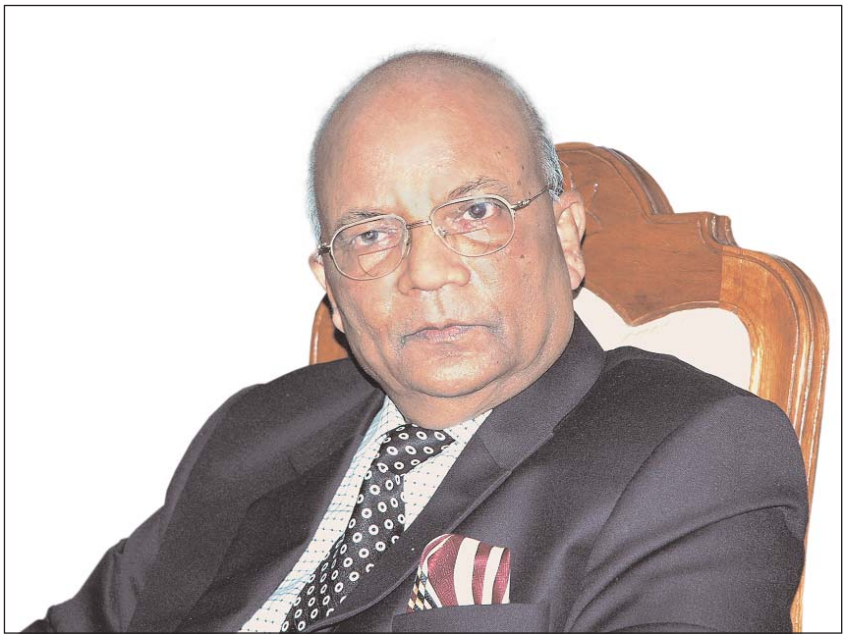

বিচারপতি এম এ আজিজ

প্রধান নির্বাচন কমিশনার

বিচারপতি এম এ আজিজ নবম প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) হিসেবে গত ২৩ মে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁর অধীনে অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশের ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ফলে আগামী সরকার গঠনে তাঁর নির্বাচন ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অথচ প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগের শুরুতেই বির্তক সৃষ্টি হয়েছে। বিচারক জীবনে তিনি জননিরাপত্তা আইন, হরতাল ও ইটিভির মতো গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় দিয়েছেন। সেই বিচারপতি এম. এ. আজিজ আজ দায়িত্বে আসীন হয়ে কি ভাবছেন, কি করবেন তা নিয়ে কথা বলতে গত ২৭ মে বৃহস্পতিবার মুখোমুখি হন সাপ্তাহিক ২০০০-এর। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সাজেদুর রহমান**

সাপ্তাহিক ২০০০ : বিচারপতি থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার। নতুন পরিবেশ, নতুন দায়িত্ব নিয়ে কি ভাবছেন?

এম. এ. আজিজ : এটি সাংবিধানিক পদ। আমি নতুন এসেছি। আমি এখনো আমার কলিগদের চিনি না। সবার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি। এর মধ্যে একজনকে পেয়েছি যে আমার ক্লাসমেট- সফিউর রহমান। ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে পড়লেখা করেছি। এমএ পাসের পর সে সিএসপি হয়ে চলে গেলে আমি ব্যারিস্টারি পড়তে চলে গেলাম।

২০০০ : আপনি তো একটু আগে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে এলেন। তাঁর কাছে কি কোনো প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন?

এম. এ. আজিজ : এটা শুধুই সৌজন্য সাক্ষাৎ। অন্যকিছু হয়নি।

২০০০ : আমরা জেনেছি, প্রেসিডেন্টের কাছে যাওয়ার আগে সচিব সাহেব আপনাকে বিগত সিইসির সংস্কার প্রস্তাবের একটি কপি দিয়েছেন। সেটি নিয়ে কোনো কথা হয়েছে কি?

এম. এ. আজিজ : না, ও বিষয় নিয়ে কোনো কথা হয়নি। সচিব সাহেব আমাকে দেখার জন্য দিয়েছেন। আমি ওই প্রস্তাব দেখেছি এবং পড়েছি।

২০০০ : আপনি কি বিগত সিইসি সাহেবের সংস্কার প্রস্তাবের সঙ্গে একমত?

এম. এ. আজিজ : এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেয়া তো মুশকিল। সংস্কার বাস্তবায়ন করতে হলে আইনের পরিবর্তন আনতে হবে। আর তা করতে পারে পার্লামেন্ট মেম্বাররা। আমরা যাদেরকে সংসদ সদস্য করেছি তাদের ভালো লাগুক আর না লাগুক আইন করার ক্ষমতা তাদেরই। উনারা ছাড়া কেউ, যত শক্তিশালীই হোক আইন করতে পারবে না। আইন বানাতে গেলে সংসদের অধীনে যেতে হবে।

২০০০ : আওয়ামী লীগ আপনার নিয়োগ নিয়ে অভিযোগ তুলেছে। শুরুতেই এমন অবিশ্বাস পরবর্তীতে কাজে কোনো প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন?

এম. এ. আজিজ : তাদের অভিযোগ নিয়ে আমার পজেটিভ নেগেটিভ কোনো ধরনের ফিলিংসই নেই। এটা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। আমি ভালো কি খারাপ, আমি নিরপেক্ষ কি পক্ষপাতদুষ্ট এটা প্রমাণ হবে আমার কার্যকলাপে। নিজের

‘আমি স্ট্রেইট বলি কি না জানি না। তবে আমি আমার বিশ্বাস মতো কাজ করি। আমি কনভিন্স হই এটা সঠিক, তবে সিদ্ধান্ত নিতে কোনো কার্পণ্য করি না। আর মওদুদ আহমদ আমার বহুদিনের বন্ধু। আমার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এসএম হলের অনেক সহপাঠীই দেশে ও দেশের বাইরে উচ্চপদে আছে’

অবস্থানে ঠিক থেকে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্পন্ন করাটাই হবে আমার মূল দায়িত্ব।

২০০০ : 'গ্রহণযোগ্য' বললেন, এটা কিভাবে করবেন?

এম. এ. আজিজ : গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সবাই চায়। তবে এটা একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই যে দেখেন, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স ছিল যাকে বলে জানে দুশমন। এদের মধ্যে এক হাজার বছর যুদ্ধ হয়েছিল। সেই বিভেদ তারা ভুলে গেছে। এখন ওই ইংলিশ চ্যানেলের নিচ দিয়ে ইউরোটানেল ৪৫ মিনিট লাগে এপার থেকে ওপার যেতে। সেখান দিয়ে মানুষ যায় মালপত্র বহন করে। সবচেয়ে বেশি গতির কনকর্ড বিমান ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স যৌথভাবে করছে। এসব কি ভুলে গেছি আমরা? তারপর দেখেন ভারত, পাকিস্তান। সম্পর্ক এত খারাপ অবস্থায় চলে গিয়েছিল যে যুদ্ধ লাগে লাগে অবস্থা। এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য চমৎকার একটা পলিসি নিলো তারা। অনেক দিন তাদের মধ্যে ক্রিকেট খেলা হয়নি। তাদের মধ্যে কয়েকটা ক্রিকেট খেলা হওয়াতে সম্পর্ক এখন কত সুন্দর হয়েছে। অনেক ইজি হয়েছে।

আবার দেখেন, চায়নার সঙ্গে আমেরিকার কোনো সম্পর্ক ছিলো না। এটা কিভাবে হয়েছে জানেন? এটাকে বলে পিংপং ডিপ্লোমেসি। চাইনিজ প্লেয়াররা ভালো পিংপং খেলে। সম্পর্কটা করার জন্য আমেরিকা ঠিক করল চায়নিজদের কাছ থেকে পিংপং খেলা শিখবে। এই খেলতে খেলতে চায়না দেখলো, আমেরিকা তো ভালো। চায়না ইজ এ ডিফেন্সিভ পাওয়ার। তো তাদের গ্রেট ওয়াল। বহিঃশত্রুদ্বারা চায়না বারবার অক্রান্ত হতো। এই জন্য তারা দেয়াল তৈরি করল যাতে কেউ আক্রমণ করতে না পারে। তারা ডিফেন্সিভ। তারা ওফেনসিভ নয়। তারা কাউকে মারতে চায় না। তাদের যেন কেউ মারতে না পারে এই হলো তাদের পলিসি। আসলে শত্রুতা হলো মনের ব্যাপার। এটা পরিবর্তন করা যায়।

২০০০ : তাহলে আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর বিভেদ নিরসন কি করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

এম. এ. আজিজ : আমি তো একা নিরসন করতে পারবো না। দেশে ১৪ কোটি লোক। সবারই সহযোগিতা প্রয়োজন। পার্টিগুলোর যা মনোভাব...। এখানে এক দল যেটাকে বলে ভালো আর অন্য দল সেটাকেই বলে খারাপ। এক জায়গায় বসে খাওয়া তো দূরের কথা, কথাবার্তা পর্যন্ত বলে না। এই অবস্থা তো গণতন্ত্রের জন্য অনুকূল না। এগুলো আস্তে আস্তে দূর করতে হবে। এই বিভেদটাকে কমিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন পলিটিক্যাল এডুকেশন, যেটাকে বলে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ। এই ক্ষেত্রে আপনারা সাংবাদিকরা সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারেন। আমি মনে করি, এবসুলেটলি এন্ড সিনসিয়ারলি দিস ইজ প্রাইমারিলি দা টাসক অব দা জার্নালিস্টস। আপনারা পারবেন। আপনারা মানুষকে প্রভাবিত করতে পারেন। কারণ মিডিয়াদ্বারা মানুষ খুব দ্রুত প্রভাবিত হয়।

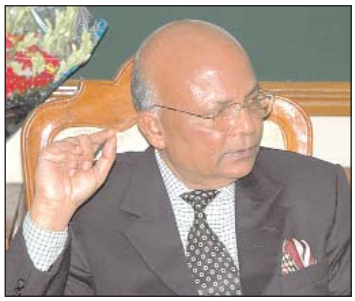

'আমু আমার কলেজজীবনের বন্ধু। দীর্ঘদিন একসঙ্গে থেকেছি। এছাড়াও সাবেক চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, শেখ ফজলুল হক মনি, সাবেক এমপি আসমত আলী শিকদার আমার বন্ধু। মহীউদ্দীনখান আলমগীরের সঙ্গেও সম্পর্ক আছে। তার একাধিক মামলা আমার হাতে এসেছিল'

২০০০ : বিরোধীদল ও সুশীল সমাজসহ বিভিন্ন মহল নির্বাচন সংস্কার নিয়ে কথা বলছেন, কিভাবে সংস্কার হবে তাও বাতলে দিচ্ছেন। আপনি এ বিষয়টি কি ভাবে দেখছেন? সংস্কার করা কি উচিত বলে মনে করেন?

এম. এ. আজিজ : নির্বাচন সংস্কার নিয়ে বিগত সিইসি এম এ সাঈদ সাহেব ৬টি পয়েন্ট দিয়েছেন। এছাড়াও কোর্ট থেকে একটি নির্দেশ হয়েছে। এগুলোই তো সংস্কারের মধ্যে পড়ে। এটা রায় হয়ে গিয়েছে। এখন এই মামলাটা যদি বিচারাধীন থাকত, ধরেন এর কোনো অ্যাপিল থেকে থাকে তাহলে আমরা কিছু বলব না। তবে যদি এরকম কিছু না হয় তবে অবশ্যই এই আইন সবাইকে মেনে চলতে হবে। সাঈদ স্যারের প্রস্তাবনা নিয়ে আগেই বলেছি তার প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলো সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে আদালতের নির্দেশ কার্যকর করা হবে।

২০০০ : আমাদের দেশে তো বিধিনিষেধের অনেক আইনই আছে। সব সময় কি সব আইন সবাই মানছে? আপনি কিভাবে ওই আইনটির প্রতিফলন ঘটাবেন?

এম. এ. আজিজ : এই নির্দেশ সর্বোচ্চ আদালতের। নির্দেশ পালন করতে আমরা বাধ্য। উই আর বাউন্ড টু ওবে দিস। আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। একটা কথার ব্যতিক্রম হবে না। কোর্টের ৮ দফা নির্দেশনা একটা কথার এদিক-ওদিক হবে না।

২০০০ : প্রার্থীরা ৮ দফার শর্ত অনুযায়ী যে হলফনামা দেবে তা সত্য-মিথ্যা কিভাবে নিশ্চিত করবেন?

এম. এ. আজিজ : আমরা ধরে নেবো সবাই ভালো। এভরিবডি ইজ ইনোসেন্ট। এখন কেউ যদি কারো নামে কোনো অভিযোগ করে বলে তদন্ত করা হোক তখন আমরা অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগকারী ও অভিযুক্তকে সামনাসামনি নিয়ে আসব। তদন্ত করব। তবে কেউ যদি উড়োভাবে বলে, অমুক প্রার্থী ১ লাখ টাকা আয়ের উৎস দেখিয়েছে, আসলে সে ১০ লাখ টাকা আয় করে। এভাবে কেউ যদি উড়ো খবর দেয় তাহলে আমরা কিন্তু অ্যাকশন নিতে পারব না। যিনি অভিযোগ করবেন তাকে অভিযোগের সপক্ষে প্রমাণও দেখাতে হবে। দু'পক্ষের কথাবার্তা শুনে সাক্ষ্য-প্রমাণে যেটা পাবো সেটার ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেবো।

২০০০ : নরসিংদী-১ আসনে উপ-নির্বাচনে আদালতের ওই নতুন নির্দেশ মানা হবে কি না?

এম. এ. আজিজ : না। নরসিংদীতে আদালতের দেওয়া হলফনামা মানা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ আদালতের রায় এখানে আসার আগেই নমিনেশন পেপার সাবমিট হয়ে গেছে।

২০০০ : এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। সচিবালয় ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে কেমন সম্পর্ক হওয়া উচিত?

এম. এ. আজিজ : কার্ডিয়াল হতে হবে। এটা শুধু আমিই না, সবাই মনে করে। সেহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক।

২০০০ : সংবিধানে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতার কথা বলা থাকলেও আমরা দেখেছি আগে কমিশন তেমন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছিল না! বাস্তবে কমিশন কতটা স্বাধীন বলে মনে করেন?

এম. এ. আজিজ : এর উত্তরটা এখন আমার পক্ষ থেকে দেওয়া সম্ভব না। কেননা আমি এখনো কোনো স্টেপ নিইনি।

২০০০ : রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে কি ভাবছেন?

এম. এ. আজিজ : প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই রেজিস্ট্রেশন থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের একটি আইন রয়েছে। অথচ দেশের বড় কোনো রাজনৈতিক দল রেজিস্ট্রেশন করেনি।

২০০০ : আগামী নির্বাচনগুলোতে জাল ভোট কিভাবে রোধ করবেন ?

এম. এ. আজিজ : জাল ভোট দিতে গেলে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে। আমার নাম, আমার পিতার নাম যদি মিথ্যে বলি তা হলে হবে কি করে?

২০০০ : দরিদ্র্যপীড়িত মানুষের কাছে এই নৈতিকতা আপনি কিভাবে আশা করেন?

এম. এ. আজিজ : এটা আমাদের করতে হবে। আমরা বড় কিছু করতে চাইলে এ রকমটাই করতে হবে। আপনি সাভারের সেই গার্মেন্টসের কথাই ধরুন। একতলা ফাউন্ডেশন করে আটতলা করা হয়েছিল। পরিণামে ধসে গেছে। আমাদের চরিত্র গঠন করতে হবে। চরিত্রের গাঁথুনি শক্ত না হলে আপনি কিভাবে করবেন!

২০০০ : ঠিক আছে চরিত্র গঠন দরকার। এছাড়াও আইনগত কোনো ব্যবস্থা নেবেন কি না?

এম. এ. আজিজ : আগে একটা গল্প বলি। এক লোক বেশ ভোজনরসিক ছিল। আশপাশে কোনো বিয়ে বা অন্য কোনো খাবারের আয়োজন হলে সেই লোক দাওয়াত না পেলেও চলে যেতো। একদিন প্রতিবেশীরা এসে ওই লোকের ছেলেদের বলল, দেখ, তোমার বাবা দাওয়াত না পেলেও খেতে যায় এটা দেখতে কেমন লাগে? আগে না হয় গরিব ছিলে। তোমরাও ছোট ছিলে। এখন তোমাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। তোমরা রোজগার করছো। এখন তোমার বাবা এভাবে যদি দাওয়াত খায় তাহলে কেমন দেখাবে? তোমার বাবাকে বোঝাও। ছেলেরা বাবাকে বোঝায়। বাবা মুখে বলে আর যাবে না। কিন্তু কোথাও খাবার অনুষ্ঠান হলে ঠিকই চলে যায় । একদিন পাশের পাড়ায় একটি বিয়ের আয়োজন হচ্ছিল। ভোজনরসিক লোকটাকে ছেলেরা সকালেই ঘরের মধ্যে শিকল দিয়ে বাঁশের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখল। সকাল থেকে ভালোই চুপচাপ থেকেছে। কিন্তু দুপুর হতেই লোকটা ছট্‌ফট করা শুরু করে শিকল নিয়ে বাঁশের চারপাশে ঘুরতে শুরু করল। একবার করে ঘোরে আর বলে, এখন রান্না হয়ে গেছে, এখন লোকজন খেতে বসেছে, এখন প্লেট দিয়েছে, দস্তরখানা পেতেছে, এখন ভাত দিয়েছে- এভাবে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় বলল, এখন দৈ দিয়েছে। বলেই লোকটি একটানে শিকল বাঁশ কোমরে নিয়ে দৌড়ে সোজা ওই বিয়ে বাড়িতে উঠল। গিয়ে দেখে সত্যি সবার পাতে দৈ। আসলে অভ্যাস একদিনে গ্রো করে না, এটা ধীরে ধীরে করতে হয়।

২০০০ : তাহলে ভোটারদের এমন শিকল বা আইডি কার্ডের ব্যবস্থা করা হবে কি না?

এম. এ. আজিজ : আইডি কার্ড ইজ ভেরি গুড সিস্টেম বলে আমি মনে করি। ইন্ডিয়া এটা করেছিল। একেক সিস্টেমে একেক রকম করেছিল। তারা ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমও করেছিল। তাদের নিজস্ব প্রযুক্তি ব্যবহার করেছিল।

‘আমি ডিসিকে ২০ হাজার টাকা ফাইন করলাম। বললাম, ‘আপনার নিজের পকেট থেকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে ওই লোকের স্বাক্ষর, স্থানীয় ইউপি সদস্য ও দু’জন সাক্ষীর স্বাক্ষর নিয়ে আমাকে দেখাবেন। এরপর আমি আপনাকে ক্ষমা করব, অন্যথায় ক্ষমা করবো না’

২০০০ : আমাদের দেশের এ সিস্টেম করার কোনো পরিকল্পনা আছে কি না?

এম. এ. আজিজ : এটা করতে গেলে সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আমাদের যদি করতে হয় তবে ইন্ডিয়ানদের হেলপ নিতে হবে। কারণ ওরা অনেক কম দামে দিতে পারবে। কিন্তু সেই সিস্টেমেরও সীমাবদ্ধতা আছে। সে ক্ষেত্রে যন্ত্র মাঝে মাঝে লক হয়ে যায়। আমাদের দেশে আনলে লক হলে ওদেরকে আনতে হবে। সে কারণে এ প্রক্রিয়া করতে যেমন টাকার প্রয়োজন, তেমনি সময়ের প্রয়োজন।

২০০০ : তাহলে এ ব্যবস্থার সম্ভাবনা কি?

এম. এ. আজিজ : আমি তো বললাম, কোনো কিছুই অসম্ভব না। সম্ভাবনা আছে। নেপোলিয়নের একটি কথা বলি। উনি তো বড় যোদ্ধা ছিলেন জানেনই। জীবনে সবক’টি যুদ্ধে জিতেছেন। একটি মাত্র যুদ্ধে হেরে গেলেন। পরাজিত নেপোলিয়নকে সেন্ট হেলেনায় স্লো পয়জন দিয়ে মেরেছিল। একদিন নেপোলিয়ন যুদ্ধে যাবেন। তখন গণক এসে নির্দিষ্ট একটি রেখা দেখিয়ে বলল, ‘তোমার হাতের রেখা বলছে, তুমি জিততে পারবে না।’ নেপোলিয়ন তখন চাকু দিয়ে হাতের চামড়া তুলে গণককে বলল, এখন কোনো রেখা আছে? গণক বলল না, এখন নেই। এখন তুমি জিততে পারবে। সেই নেপোলিয়নের একটি কথা আছে, ‘অসম্ভব শব্দটি শুধু বোকার অভিধানে থাকতে পারে।’ কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।

২০০০ : আপনি নিজেকে কতটা নিরপেক্ষ মনে করেন?

এম. এ. আজিজ : প্রশ্নটি আমার জন্য বিব্রতকর। আমি শতকরা ১০০ ভাগ নিরপেক্ষ মনে করি। আমি যদি নিজেকে নিরপেক্ষ মনে না করতাম তবে শপথ নিতাম না। যখন শপথবাক্য পাঠ করেছি তখন থেকেই আমি নিরপেক্ষ থাকার জন্য বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ। আমি সংবিধান ও আমার বিবেকের দ্বারা চালিত হবো। নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে সচেষ্ট থাকবো।

২০০০ : আপনি কি এখন দুটি দায়িত্বই পালন করছেন?

এম. এ. আজিজ : না, একটি। সাংবিধানিক পদ্ধতিতেই। এখান থেকে আমার যখন রিটায়ার্ডমেন্টের সময় হবে, আমি তখন চলে যাব। রউফ সাহেব আছেন না? উনি তো আবার বিচার বিভাগে চলে গেছেন।

২০০০ : একটি দৈনিকের পাতায় আপনি এবং একজন মন্ত্রীর পাশাপাশি হেঁটে যাওয়ার ছবি ছাপা হয়েছে। তারা অভিযোগ করছে, ওই মন্ত্রীর দলের সঙ্গে আপনার সখ্য আছে...

এম. এ. আজিজ : এ বিষয়ে আমার মন্তব্য না করাই ভালো। আমি তো এ দেশের একজন নাগরিক। তার ওপর আমি জজ। আমি যে এলাকায় আমি মানুষ হয়েছি সেই এলাকার প্রতি আমার আনুগত্য থাকবে না? আমার বাড়ি থেকে আধা মাইল দূরে আগে একটা খালের মতো ছিল, এখন ওটা প্রকান্ড নদী। ২৬৪ ফুট লম্বা। এ নদীতে ব্রিজ হলে খুলনায় আসা সহজ হবে। মাগুরার ভেতর দিয়ে গোপালগঞ্জ ও কোটালীপাড়া, গৌরনদী

ও মাওয়া হয়ে ঢাকায় আসা যায়। এতে করে ঢাকায় আসতে ৩ ঘন্টা কম সময় লাগবে।

তো নদীর ব্রিজের কাজও শুরু হয়েছিল আওয়ামী লীগ আমলে। আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ তখন এমপি। তিনি শুরু করেছিলেন। ঠিকাদার খুব বড়লোক। ৬ কোটি টাকা উনি ব্যয় করেছেন। আমি এসবের কিছু জানতাম না। একদিন বাড়ি গিয়ে দেখি নদীতে ও তীরে কয়েকটা পিলার। কৌতূহলবশত একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম নদীতে ব্রিজ হবে। আমি বললাম, কবে শুরু হয়েছে? সে বলল, 'দু'বছর আগে শুরু হয়েছে।' বললাম, 'এখনো হয়নি কেন?' সে বলল, 'হয়নি- তার তো টাকা নেই।' 'টাকা নেই তো লোক দিয়ে কাজ শুরু করালো কেন?'

এরপর আমি এ বিষয়টি নিয়ে নাজমুল হুদার সঙ্গে কথা বলি। নাজমুল হুদা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এক বছরের জুনিয়র। ব্যারিস্টারিতেও আমার জুনিয়র। ফলে আমাদের পরিচয় ধরেন '৪৭/৪৮ বছরের পুরনো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও লন্ডনে একসঙ্গে পড়েছি। আমি একদিন বললাম, 'ছোট্ট একটি ব্রিজ আমার এলাকায় পানির মধ্যে ৪ বছর পড়ে আছে। এভাবে থাকলে নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি যোগাযোগমন্ত্রী। দেখো না, তৈরি করা যায় কি না।' নাজমুল হুদা বলল, 'করা যায়। তবে বড় হলে করা কঠিন।' আমি বললাম, '২৬৪ ফুট।' সে বলল, '২৬৪ ফুট তো বললেই হয়ে যায়।' আমি বললাম, 'পারলে দেখো।' সে একদিন বলল, 'করে দেয়া যাবে। ওই এলাকায় যাব একদিন।' সে কারণেই একসঙ্গে এলাকায় যাওয়া। এটা রাজনৈতিক দৃষ্টিতে নেয়া ঠিক হবে না। ব্রিজটা হলে সবারই উপকার হবে। আগে একটি পন্টুন ছিল, সেটাও সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কোনো গাড়ি এলাকায় যেতে প্রায় ৫০/৬০ মাইল ঘুরে ঢুকতে হয়।

২০০০ : আপনার ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে কিছু বলুন।

এম. এ. আজিজ : আমরা দুই ভাই পাঁচ বোন। ছোট ভাই আমেরিকায় বসবাস করেন। আমার স্ত্রী শিক্ষকতা করতেন, এখন গৃহিণী। আমার বাবার ধনসম্পদ খুব একটা নেই। আগে ৫টি রাইস মিল ছিল। এখন একটি পুকুর আছে। চাকরি না থাকলেও মোটা চালের ভাতে দিন চলে যাবে। আমার এক মেয়ে। মেয়েটি ভিকারুননিসা স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে। আমি বিচারপতি হয়েছি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে। আওয়ামী লীগও করি না, বিএনপিও না। আমি ১৯৯৬ সালের ১ অথবা ৬ জুন শপথ পড়েছি।

'সংস্কার বাস্তবায়ন করতে হলে আইনের পরিবর্তন আনতে হবে। আর তা করতে পারে পার্লামেন্ট মেম্বাররা। আমরা যাদেরকে সংসদ সদস্য করেছি তাদের ভালো লাগুক আর না লাগুক আইন করার ক্ষমতা তাদেরই। উনারা ছাড়া কেউ, যত শক্তিশালীই হোক আইন করতে পারবে না। আইন বানাতে গেলে সংসদের অধীনে যেতে হবে'

আমি নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের সময় বিচারপতি হয়েছি। আওয়ামী লীগের সময় আমার চাকরি কনফার্ম হয়।

২০০০ : আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমেদ আপনার সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, আপনি স্ট্রেইট বলতে পছন্দ করেন। আপনার সঙ্গে কি আগে থেকে পরিচয় ছিল?

এম. এ. এম এ আজিজ : আমি স্ট্রেইট বলি কি না জানি না। তবে আমি আমার বিশ্বাস মতো কাজ করি। আমি কনভিন্স হই এটা সঠিক, তবে সিদ্ধান্ত নিতে কোনো কার্পণ্য করি না। আর মওদুদ আহমদ আমার বহুদিনের বন্ধু। আমার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এসএম হলের অনেক সহপাঠীই দেশে ও দেশের বাইরে উচ্চপদে আছে।

২০০০ : প্রধান নির্বাচন কমিশন পদে যারা আসীন হয়েছেন তারা প্রায় প্রত্যেকেই বিতর্কিত হয়েছেন। আপনি এ প্রচলিত বিতর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন বলে মনে করেন কি?

এম. এ. আজিজ : তর্ক যদি বিতর্কের জন্যই হয় তবে বের হওয়া সম্ভব নয়। যেমন মনে করেন একটা তালগাছ। সালিস মানবেন আবার তালগাছও ছাড়বেন না, তা তো হয় না। আমি এটাকে চাকরি হিসেবে দেখছি। এটা আমার সবকিছু। এটার বাইরে আমি এক ইঞ্চিও নড়ব না। তাতে আমার চাকরি থাক বা যাক। আমার জেল হোক, ফাঁসি হোক আমি আমার দায়িত্বে অবিচল থাকব।

২০০০ : আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন?

এম. এ. আজিজ : আমু আমার কলেজজীবনের বন্ধু। দীর্ঘদিন একসঙ্গে থেকেছি। এছাড়াও সাবেক চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, শেখ ফজলুল হক মনি, সাবেক এমপি আসমত আলী শিকদার আমার বন্ধু। মহীউদ্দীনখান আলমগীরের সঙ্গেও সম্পর্ক আছে। তার একাধিক মামলা আমার হাতে

‘আমি চেষ্টা করেছি নিরপেক্ষ থেকে কাজ করে যাওয়ার। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জও গ্রহণ করেছি’

এমএ সাঈদ
সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার

প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ সাঈদ অবসর নিয়েছেন গত ২৫ মে। নির্বাচন কমিশনের মতো বহুল আলোচিত এবং বিতর্কিত এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে তিনি ৫ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর সঙ্গে সম্প্রতি কথা হয় সাপ্তাহিক ২০০০-এর।

সাপ্তাহিক ২০০০ : গত ৫ বছরে আপনার অভিজ্ঞতা বলুন।

এম এ সাঈদ : আমি চেষ্টা করেছি নিরপেক্ষ থেকে কাজ করে যাওয়ার। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জও গ্রহণ করেছি। সংস্কারও বলতে পারেন। বিশেষ করে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন এবং বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশন, নির্বাচনী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, নির্বাচনী মামলা নিষ্পত্তি, নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালতে স্থানান্তর, সেনাবাহিনীকে নির্বাচনে সম্পৃক্তকরণ, পর্যবেক্ষকদের লিগ্যাল স্ট্যাটাসসহ নানা পদক্ষেপ নিয়েছি। অনেক ক্ষেত্রে সফলতাও পেয়েছি।

এছাড়া প্রশাসনিক ৩৬৮টি শূন্য পদ পূরণসহ ৩২৮টি থানা নির্বাচন অফিসার নিয়োগ প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করেছি। দেড় শতাধিক কম্পিউটার ক্রয় এবং চার শতাধিক স্টাফের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। সচিবালয়ের সব কর্মকর্তাকে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করেছি।

তবে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছি। বিশেষত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক আস্থাহীনতা ও জনগণের রায় না মানার মানসিকতা এবং প্রচারমাধ্যমের পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। এছাড়া মূল্যবোধের সার্বিক অবক্ষয়ের বিপরীতে কাজ করাও একটি চ্যালেঞ্জ।

২০০০ : নির্বাচন কমিশন সংস্কার সম্পর্কে বলুন।

এম এ সাঈদ : বিষয়টি সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। নির্বাচন কমিশন একটি গণতান্ত্রিক ও আধা বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান। কমিশনের সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যের ভিত্তিতে করতে হবে। তাছাড়া আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের। সংস্কারের প্রস্তাবগুলোও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে আসতে হবে। গণমাধ্যমগুলোরও উচিত তাদের সঙ্গে কথা বলা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার সমীপে উপস্থাপন করা।

এসেছিল।

২০০০ : আপনার দৃষ্টিতে দু-একটি সেরা মামলা ও তার রায় সম্পর্ক বলবেন?

এম. এ. আজিজ : একবার এক বিয়ের অনুষ্ঠানে আমাকে এক মন্ত্রী বললেন, ‘এম এ আজিজ সাহেব, আপনি তো দেশ অচল করে ফেলেছেন। আমার ৩৮ জন ডিসি আপনার কোর্টে দাঁড়িয়ে আছে।’ আমি বললাম, ‘ডিসির চাকরি করার আগে ডিসিদের মানুষ হতে হবে। তোমার ডিসিদের মানুষ করতে হবে।’ আপনারা শুনেছেন বোধ হয়, ডিটেনশন অর্ডার। স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট। বিশেষ বিধান আইন। মালেক উকিল তখন স্পিকার। তখন ওই আইনটি পাস হয়। ওই আইনে একটি লোককে বিনা বিচারে ৩০ দিন আটক রাখতে পারবেন যদি ডিসি শুধু লিখে দেয়, বিশেষ ক্ষমতা আইনি ৩/২ ধারায় তাকে এক মাসের অন্তরীণ আদেশ প্রদান করলাম। সে বাইরে থাকলে আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ হবে। এ মেয়াদ ৬ মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়। এ অন্তরীণের মধ্যে ডিটেনশন ও এই ডিটেনশন কারা পাবে? যারা রাজবন্দি। আমাদের দেশে ওই আইন প্রয়োগ করে যেসব রাজবন্দি হয় তাদের সবাই রিকশাওয়ালা, ধানকাটা লোক। একজন আপনার ধান কেটে নিয়ে গেলে, সে ওই আইনের আওতায় রাজবন্দি হয়ে গেলো।

এভাবে দেখা যায় প্রচুর আসামি ধরা হতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যেতো, আসামিরা কার্যবিধির ৩০ দিনের মধ্যে ধরা পড়েনি। ধরা পড়েছে ৬ মাস বা তারও পরে। আইনের একটি দিক ছিল, ৩০ দিনের মধ্যে ধরা না পড়লে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থাকবে না। কিন্তু দেখা যেতো, যতদিন পরেই ধরা পড়ুক, ওই মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়া হতো। এভাবে বিনা বিচারে হাজার হাজার নিরপরাধ ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করেছে। কারাগার অত্যন্ত কঠিন জায়গা। সেখানে একটি দিন আটকে থাকায় ভুক্তভোগীর কি পরিমাণ ক্ষতি হয় তা ধারণা করা সম্ভব নয়। ২টি কম্বল দেয়। একটি নিচে পেতে নেয়ার জন্য, অপরটি গায়ে। তো এই অর্ডারগুলো ডিসিরা দিতো। আমি একদিন একজন ডিসিকে এ কারণে ডাকলাম। তাকে বললাম, ‘আপনি যে এই অর্ডারটা দিলেন, ওতে কি লেখা আছে পড়েছেন?’ তখন সে বলল- ‘না, পড়ি নাই। তবে সবাই করে, আমিও করছি।’ আমি তখন এ জাতীয় যত কেস ছিল সবগুলো নিয়ে আসার নির্দেশ দিলাম। আমি সব ডিসিকে নোটিশ দিলাম। ডিসিরা এলো। তারা বলল, ‘স্যার, আমাদের দোষ না। হোম সেক্রেটারি থেকে একটি প্রোফরমা দিয়েছে এবং বলেছে, এটা তোমরা পূরণ করে দেবে।’ আমি বললাম, ‘হোম সেক্রেটারি যা বলবে আপনারা তাই করবেন?’ হোম সেক্রেটারি ছিলেন ওমর ফারুক। আমি তাকেও ডাকলাম। তাঁকে ওই প্রোফরমা সম্বন্ধে বললাম। তিনি বললেন, ‘স্যার আমাকে সময় দিতে হবে।’ আমি তাকে ৭ দিন সময় দিলাম।

এক সপ্তাহ পর হোম সেক্রেটারি বলল, ‘স্যার আমি তো ওটা দেখিনি, আমার পূর্বসূরি মঞ্জুরুল করিম সাহেব দেখেছে।’ সবাই বলছে, আমরা কিছু না, আমরা ওপরের অর্ডার ফলো করছি। আমি বললাম, আপনারা না বুঝেই হাজার হাজার লোকের অধিকার খর্ব করেছেন। আমি ওই প্রথম ডিসিকে ২০ হাজার টাকা ফাইন করলাম। বললাম,

এখানে এক দল যেটাকে বলে ভালো আর অন্য দল সেটাকেই বলে খারাপ। এক জায়গায় বসে খাওয়া তো দূরের কথা, কথাবার্তা পর্যন্ত বলে না। এই অবস্থা তো গণতন্ত্রের জন্য অনুকূল না। এই বিভেদটাকে কমিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন পলিটিক্যাল এডুকেশন, যেটাকে বলে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ

২০০০ : নির্বাচনী আইন সংস্কার সম্পর্কে বলুন।

এম এ সাঈদ : কিছু কিছু ত্রুটি ছাড়া বর্তমানে নির্বাচনী আইনগুলো যেকোনো সময়ের তুলনায় শক্তিশালী। আসলে সুশাসন ও দায়িত্বশীল প্রচারমাধ্যমের অনুপস্থিতিতে নানাবিধ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে। কালো টাকা ও ঋণখেলাপি সংস্কৃতি সামাজিক বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সুশীল সমাজ এ বিষয়ে প্রস্তাব দিলে কমিশন তা বিবেচনা করবে। এ ধরনের সংস্কার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে আসতে পারে।

কমিশন, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে Electoral Enquiry Committee গঠন, সেনাবাহিনীর বিধান, ভোটার তালিকার কম্পিউটারাইজেশন ও ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের বিষয় সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে।

প্রসঙ্গত, রিট পিটিশন নম্বর ২৫৬১/২০০৫ রুল এবস্যুলুট হলে নির্বাচনী আইন সংশোধনীর ঘাটতি খানিকটা পূরণ হবে।

২০০০ : বর্তমান সিইসি এম এ আজিজ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?

এম এ সাঈদ : যেকোনো ব্যক্তি তার কাজের মাধ্যমে বেঁচে থাকেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাজ হলো জনগণের ভোটের আমানত রক্ষা করা এবং কাজের মধ্যে সবার আস্থা অর্জন করা। আমি নিশ্চিত, আমার উত্তরসূরিও বিদায় বেলায় সাফল্যের ছোঁয়া রেখে যাবেন।

২০০০ : সরকার থেকে সামগ্রিক সহযোগিতা পেয়েছেন কি?

এম এ সাঈদ : সার্বিক বিবেচনায় আমার দায়িত্ব পালনকালে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া সরকার থেকে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা আমি পেয়েছি। কমিশন সচিবালয় ও মাঠপর্যায়ে (উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত) জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদোন্নতি ও আর্থিক সুবিধাদি দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রবেশ করেছে। আমাদের কর্মকর্তারা কম্বোডিয়া, কসোভো, সাহারা, লাইবেরিয়া, আফগানিস্তানে জাতিসংঘ মিশনে অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে কাজ করেছে। বিভিন্ন দেশ থেকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নির্বাচনী অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য আমাদের মাননীয় কমিশনারবৃন্দ এবং কর্মকর্তারা আমন্ত্রিত হচ্ছেন। এগুলো দেশের জন্য গৌরবের বিষয়। অস্ট্রেলিয়ার পর শুধু বাংলাদেশে Electoral Training Institute (ETI) রয়েছে।

২০০০ : দেশবাসীকে আপনার কিছু বলার আছে কি?

এম এ সাঈদ : আমার ৫ বছরে সাধারণ জনগণ আমাকে বিশ্বাস করেছে এবং জনমতও বিপক্ষে ছিল না। জীবন সায়াহ্নে এটা বড় প্রাপ্তি। বর্তমান নির্বাচনী ব্যবস্থায় ভোট গ্রহণের পর নির্বাচনী ফলাফল পরিবর্তন করার সুযোগ নেই। যদিও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আস্থাহীনতায় জনগণ বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে। দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে নির্বাচনী আইন, বিধি ও সংবিধান সম্পর্কে সবার ধারণা থাকা আবশ্যক।

‘আপনার নিজের পকেট থেকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে ওই লোকের স্বাক্ষর, স্থানীয় ইউপি সদস্য ও দু’জন সাক্ষীর স্বাক্ষর নিয়ে আমাকে দেখাবেন। এরপর আমি আপনাকে ক্ষমা করব, অন্যথায় ক্ষমা করবো না।’

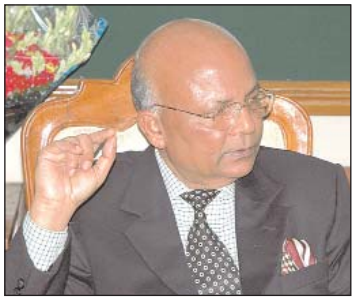

শেষবারে সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল আমাকে বলল, ‘স্যার আপনি যা বলেছেন আমরা বুঝি। তারা (ডিসিরা) আপনার ম্যাসেজ পেয়েছে। তারা এ অপরাধ আর করবে না। ওদের মাফ করে দেন।’ আমি একজন সিনিয়র আইনজ্ঞের কথায় মাফ করে দিলাম। কিন্তু হোম সেক্রেটারি রয়ে গেলো। তাকে বললাম, ‘বলেন আপনি কি বলবেন।’ তখন হোম সেক্রেটারি বলল, ‘স্যার আমার চোখে যতগুলো পড়ছে আমি সবগুলোকে আনঅথরাইজড করে দিয়েছি। দিজ সার্কুলার ইজ ক্যানসেল, এখনো কোনো ডিটেনশন নাই।’ এ জন্য ফৌজদারি উকিলরা আমাকে পছন্দ করে না। কারণ তাদের হাতে মামলা কমে গেছে। তারা বলে, তাদের ইনকাম কমিয়ে দিয়েছি। তারা তাই আমার প্রতি অসন্তুষ্ট।

আর একটি মামলা। ইটিভির লাইসেন্স নাই। জনপ্রিয় একটি চ্যানেল হওয়া সত্ত্বেও আমি বাতিল করে দিয়েছি। আর একবার একটি আবেদন এলো। হরতাল অবৈধ ঘোষণা করা হবে। আমি রায়ে বলেছি, হরতাল একটি গণতান্ত্রিক অধিকার। কেউ কাউকে জোর করে হরতাল করতে বাধ্য না করলে হরতাল অবৈধ হতে পারে না। এগুলোই আমার মনে পড়ছে।

২০০০ : কোন সরকারের আমলে এই মামলা?

‘তর্ক যদি বিতর্কের জন্যই হয় তবে বের হওয়া সম্ভব নয়। যেমন মনে করেন একটা তালগাছ। সালিস মানবেন আবার তালগাছও ছাড়বেন না, তা তো হয় না। আমি এটাকে চাকরি হিসেবে দেখছি। এটা আমার সবকিছু। এটার বাইরে আমি এক ইঞ্চিও নড়ব না। তাতে আমার চাকরি থাক বা যাক। আমার জেল হোক, ফাঁসি হোক আমি আমার দায়িত্বে অবিচল থাকব’

এম. এ. আজিজ : সময়টা তখন ছিল আওয়ামী লীগের।

২০০০ : আপনাকে....

এম. এ. আজিজ : আর একটি কথা। আমি এ অফিসে প্রথম দিন ৮টায় ঢুকেছি। এসে সারা অফিস ঘুরে দেখেছি। আলমারিগুলো মরচেপড়া রঙচটা। আমি জানি অফিস শুরু বেলা ৯টায়। তাই ৯টা বাজতেই আবার রুম থেকে বের হয়ে রাউন্ড দিলাম পুরো অফিস। দেখি অধিকাংশই ফাঁকা। পিওনরা বলে, স্যার বাথরুমে গেছে কিংবা আসেনি। আমি সবাইকে বলেছি, পাংচুয়াল হন। ৯টা মিন্‌স ৯টা। আমার উদ্দেশ্য ছিল একটাই- মেসেজ। হয়তো আমি মাঝে মাঝেই এমন রাউন্ডে আসতে পারি। আমি আজও সাড়ে ৮টায় এসেছি। যদিও অফিস শুরু হয়েছে ৯টায়।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার যখন শেষ হলো তখন পৌনে ৫টা। বৃহস্পতিবার অর্ধদিবস হিসেবে অনেক আগেই অফিস সময় শেষ হয়েছে।

সারা জীবন সততা, নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতার চর্চা করেছেন। নির্বাচন কমিশন হওয়ার পরও করছেন। এটা বোঝার যায় তার আচরণে। কিন্তু শুরুতেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে সিইসি-র আসনে বসে তিনি কি সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকতে পারবেন? বিচারপতি আজিজ অবশ্য আত্মবিশ্বাসী। তিনি পারবেন। প্রয়োজন জনগণের সহযোগিতা ও বিরোধী দলের আস্থা।

ছবি : **সালাহউদ্দিন টিটু**